দৈনিক বাংলা

তারিখ 17 NOV 1984
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

087

কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা

এবার উচচ মাধ্যমিক পরীক্ষার পাসের হার ২৫.৮৪% । প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী ফেল করেছে। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে কম্পার্টমেন্টাল দেয়া হয়েছে। উচচ মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় ব্যাপক হারে অকৃতকার্য হলে তাদের জীবনে হতাশা নেমে আসবে। কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় ছাত্র-ছাত্রীদের মংগল চান। ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীরাও আবার কৃতকার্য হয়ে উচচ শিক্ষার সুযোগ লাভ করুক এ আশা নিশ্চয় তারা করেন। কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা আগামী পরীক্ষার আগেই নেয়া হলে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা হয়। তা হলে কেউ যদি কোন কারণে কম্পার্টমেন্টাল বিষয়েও ফেল করে তবে পরবর্তী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

এমন অনেক ছাত্র-ছাত্রীও আছে দ্বিতীয় বিভাগ এমন কি প্রথম বিভাগের নম্বর পেয়েও ফেল করেছে। তারা মান উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে নিজেদের যোগ্য মানুষ সিহেবে গড়ে তুলতে পারবে। কর্তৃপক্ষ এও নিশ্চয় জানেন যে, এদের মধ্যে কয়েক বছরের ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীরাও রয়েছে। তাদের কথা চিন্তা করে আগামী জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা নেয়া এবং আগামী পরীক্ষার ফরম পূরণের আগেই ফলাফল জানানো হলে তা হবে একটি সুনির্বেচিত ও সঠিক পদক্ষেপ। কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা আগামী পরীক্ষার সাথে অনুষ্ঠিত হলে ছাত্র ছাত্রীদের দুর্ভোগের সীমা থাকবে না। এতে তাদের ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে যাবে, তারা আরও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তাই আশা করি, শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবেন।

রমিজউদ্দিন
নং কোর্ট হাউজ স্ট্রীট,
ঢাকা ১১০০।

[redacted]

যার মোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে অর্জিত বিভাগে উত্তীর্ণ করা হোক।

—আজিজুন নাহার (বিবি)
২৮/১ পশ্চিম মালিবাগ, ঢাকা।

এইচএসসি পরীক্ষার ফল

শতকরা প্রায় ৭৬ জন ছাত্রছাত্রী এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় ফেল করেছে। তন্মধ্যে কিছুসংখ্যক দ্বিতীয় বিভাগের নম্বর পেয়েও একটি মাত্র বিষয়ে ফেল করায় অনুত্তীর্ণ রয়ে গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্দেশক্রমে বাংলা ভাষা আজ দেশের সর্বস্তরে চালু হয়েছে। এমনকি দাপ্তরিক নথি, চিঠিপত্র এবং বিভিন্ন ধরনের ফরম সম্পূর্ণরূপে বাংলায় চালু করার কঠোর নির্দেশ রয়েছে। এর অন্যথা হলে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বর্তমানে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তা সফলভাবে কার্যকর হয়েছে। ফলে ইংরেজীর প্রতি অনীহা প্রায় সকলের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। স্নাতক শ্রেণীতে ইংরেজী বাধ্যতামূলক বিষয় না রেখে তা ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে, যার ফলে ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজীর প্রতি তেমন আর মনোযোগ দেয় না। অবশ্য ইংরেজীতে এমনিতেও তারা তুলনামূলকভাবে অনেক কাচা। তাই মাধ্যমিক ও উচচ মাধ্যমিক বোর্ডসমূহ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ, যেসব ছাত্রছাত্রী শুধুমাত্র ইংরেজীতে ফেল করে কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছে তাদের মানবিক ও অর্থনৈতিক কারণে ১০ (দশ) নম্বর সাধারণ গ্রেস দিয়ে যার